গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ০৩ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-কে যুগোপযোগী, শ্রমিক বান্ধব ও বাস্তবমুখী করার জন্য ২০১৮ সালে সংশোধন করা, 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন এবং আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন-১৯৯৯) বাস্তবায়নে ৩৮টি শ্রমকে শিশুদের জন্য ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা করা। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা-২০১৫'জারি করা হয়েছে। মোট ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪১টি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রম, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এর অংশ হিসেবে Labor Inspection Management Application (LIMA) শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে এবং গত ০৬ ই মার্চ ২০১৮ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়। শ্রম পরিদপ্তরকে ডিসেম্বর/২০১৭ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করে ২০৯টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকথা নামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রমিকগণ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ১০টি এবং ২০১৯ সালে ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি উত্তমচর্চা পুরস্কার (OSH, Good Practice Award) প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৫টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনর্নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র , শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয়সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা, বিদ্যমান ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নসাধন, বিশেষত, দেশ ও বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের সমন্বিত কারিগরি প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৩৩০০০ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;
- ০২টি সেক্টর থেকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন;
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কার্যক্রমের আওতায় ২৫০০ জন শ্রমিককে অনুদান প্রদান;
- ০৩টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ; এবং
- ৩০০টি শিল্প কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন;

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০১৯ সালের জুলাই মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১
মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)
শোভন (decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)
১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন
২. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন
৩. শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ
৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণসাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়; এবং
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।

সেকশন ২

মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	চূড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২০-২১	২০২১-২০২২		
বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	সংখ্যা	১২২৬	১১৯৭	২০০০	২২০০	২৩০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
বেসরকারি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	নিম্নতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	০৭	০৩	০৩	০৩	০৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন	নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	১০০	১০০	৮০	৮২	৮৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
শিশুশ্রম নিরসন	শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	৩	৩	২	২	২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন	৩০	[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১২২৬	১১৯৭	২০০০	১৮০০	১৬০০	১৫০০	১৪০০	২২০০	২৩০০
			[১.১.২] কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম পরিবীক্ষন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	২০	১৮	১৬	১৫	১৪	২২	২৩
		[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩২৬২৬	২১৭১৯	৩৩০০০	৩২০০০	৩০০০০	২৮০০০	২৭০০০	৩৫০০০	৩৬০০০
			[১.২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	৬৯৮	৬১৭	৭০০	৬৫০	৬০০	৫৫০	৫০০	৭৫০	৮০০
		[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১২১১	১০৩৯	১৩০০	১২৫০	১২০০	১১৫০	১১০০	১৩৫০	১৪০০
			[১.৪.২] মামলা দায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১০৮৪৬	১১১৫৪	১২০০০	১১৫০০	১১০০০	১০৫০০	১০০০০	১৩০০০	১৩৫০০
			[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১১২৪২	১৮৭২০	২৫০০০	২৪০০০	২৩৫০০	২৩০০০	২২৫০০	২৭০০০	৩০০০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
			[১.৫.৩] লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৬] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা	[১.৬.১] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	১	০	০	০	০	১	১
[২] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন	১৯	[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৩	৯০	১০০	১০০
			[২.১.২] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কার্যক্রমপরিদর্শন (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১]] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৩	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯০	১০০	১০০
		[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৪	১০০	৮০	৮০	৭৮	৭৫	৭২	৭০	৮৫	৯০
		[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৯২৩৪	১০০০০	১০০০০	৯৮০০	৯৫০০	৯৩০০	৯০০০	১১০০০	১১৫০০
		[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	২৯৪	৩৯১	৩০০	২৯০	২৮০	২৭০	২৬০	৩২০	৩৩০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[৩] শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১৭	[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩	৩	৩	২	১	০	০	৩	৩
		[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১০৭৩	৩৮৩০	২৫০০	২৪১০	২৩২০	২২৩০	২১০০	২৮৫০	৩০০০
		[৩.৩] শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	০	৮১৯	২০০০	১৯০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	২২০০	২৪০০
			[৩.৩.২] শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষন (কারখানা/প্রতিষ্ঠান)	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	০	০	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	২২	২২
		[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৩	৭২	৭৩	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮৫	৯০
[৪] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৫	[৪.১] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন।	[৪.১.১] কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া চুড়ান্তকরণ।	তারিখ	তারিখ	৫			০২.০৬.২০	০৯.০৬.২০	১৬.০৬.২০	২৩.০৬.২০	৩০.০৬.২০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৫] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৪	[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	২	১	০	০	০	২	২
			[৫.১.২] পিপিপি-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিসিইএ-তে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২	০	০	১	০	০	০	০	১	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[১.১.২] ই-ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	গড়	%	১			৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০		
			[১.১.৩] ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত	গড়	%	১			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
		[১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃকডিজিটাল সেবা চালু করা	[১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.০২.২০	১৫.০৩.২০	৩১.০৩.২০	৩০.০৪.২০	৩০.০৫.২০		
		[১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	১			১১.০৩.২০	১৮.০৩.২০	২৫.০৩.২০	০১.০৪.২০	০৮.০৪.২০		
		[১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১০.০১.২০	১৭.০১.২০	২৪.০১.২০	২৮.০১.২০	৩১.০১.২০		
			[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		[১.৫] সেবা সহজিকরণ	[১.৫.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.১০.১৯	২০.১০.১৯	২৪.১০.১৯	২৮.১০.১৯	৩০.১০.১৯		
			[১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৫.০৪.২০	৩০.০৪.২০	১৫.০৫.২০	৩০.০৫.২০	১৫.০৬.২০		
		[১.৬] পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[১.৬.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
		[১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৮০	৭০	৬০	৫০			
		[১.৮] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিকৃত	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০	৭০			
		[১.৯] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ	[১.৯.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্যহালনাগাদকৃত	গড়	%	১			১০০	৯০	৮০				

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৬০						
			[২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
			[২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০				
			[২.১.৪] দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.০১.২০	০৭.০২.২০	১০.০২.২০	১১.০২.২০	১৪.০২.২০		
		[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫			
			[২.২.২] ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	তারিখ	১			১৫.১০.১৯	১৫.১১.১৯	১৫.১২.১৯	১৫.০১.২০	৩১.০১.২০		
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	০.৫			১০০	৯০	৮০	৭০			
			[২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			১২	১১	১০	৯			
		[২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	গড়	%	১			৯০	৮০	৭০	৬০			
			[২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩	২				
			[২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	০.৫			৩১.১২.১৯	১৫.০১.২০	০৭.০২.২০	১৭.০২.২০	২৮.০২.২০		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৭-১৮	প্রকৃত অর্জন* ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০					প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	তারিখ	০.৫			১৬.০৮.১৯	২০.০৮.১৯	২৪.০৮.১৯	২৮.০৮.১৯	৩০.০৮.১৯		
			[৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	০.৫			৪	৩					
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	২			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	সমষ্টি	%	০.৫			৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০		
			[৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	সমষ্টি	%	০.৫			৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
		[৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	০.৫			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		
		[৩.৬] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[৩.৬.১] ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০		

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

২৬.০৭.১৯

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তারিখ

২৬.০৭.২০১৯

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	সিএসআর	কমিউনিটি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি
২	ইউএনএফপিএ	ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পপুলেশন ফান্ড
৩	বিজিএমইএ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
৪	আইএলও	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
৫	পিপিপি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ
৬	এনএসডিএ	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.১.২] কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম পরিবীক্ষন	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরাসরি কাজ করে থাকে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানাসমূহের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (মাসিক)	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম যথানিয়মে করা হচ্ছে কি-না তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে পর্যবেক্ষণ করবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন।	
[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৪.২] মামলা দায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাসিক ভিত্তিতে মামলা রুজুর কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষাপূর্বক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স নবায়ন প্রদান করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.৩] লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কাজ করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[১.৬] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা	[১.৬.১] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন	শিল্প কারখানাগুলোতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা সফল করার জন্য শিল্প কারখানার মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আন্তরিক ও সক্রিয় অংশগ্রহন অত্যাবশ্যক। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গ্রীন ফ্যাক্টরী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সামগ্রিকভাবে সকল শিল্প সেক্টরে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে শ্রমিকগণ আইনগতভাবে সংগঠিত হয়ে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.১.২] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কার্যক্রমপরিদর্শন (মাসিক)	শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১]] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর অথবা তার প্রতিনিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরাসরি সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন।	শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	কখনো কখনো শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে শ্রম বিরোধ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর-এর নিকট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন সে ক্ষেত্রে শুনানির মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ প্রাপ্তির পর শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক ও শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	অন্যুন ৫০ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি ধারা নির্ধারিত পন্থায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরী বোর্ড বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করে থাকে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিল্প সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেন।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান ও গোষ্ঠি বীমার প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.৩] শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)	বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ হিসেবে ঘোষণাপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০ হাজার শিশুকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে ১ লক্ষ শিশুকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া এ পর্যন্ত ২টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৩.৩.২] শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষন (কারখানা/প্রতিষ্ঠান)	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরাসরি কাজ করে থাকে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসনকৃত প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব পরিদর্শন ছাড়াও কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সেখানে পরিদর্শক পাঠিয়ে শ্রম বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন।	[৪.১.১] কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া চুড়ান্তকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনেক দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হল কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।দেশে কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা খুবই প্রয়োজন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করে কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া	
[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ।	সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের শতকরা ৩০ ভাগ প্রকল্প পিপিপি-এর আওতায় গ্রহণের নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে পিপিপি-এর নীতি/বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৫.১.২] পিপিপি-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে সিসিইএ-তে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমুহ হতে প্রাপ্ত পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে তা অনুমোদনের উদ্দেশ্যে সিসিইএ-তে প্রেরণ করা হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তর/সংস্থা-এর নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এ রক্ষিত হিসাব থেকে শিওর ক্যাশ-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ অনিয়ম বা ব্যত্যয় না ঘটে সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ব্যাংক। তাছাড়া শিওর ক্যাশ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। একারনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যগণ সহজে অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।